জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা

লেঃ কঃ (অবঃ) মহসীন আলী

চার বছর ১৩৩ দিনে দুই কোটি ১০ লাখ মানুষের জীবনের বিনিময়ে ১১ নভেম্বর ১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ শেষ হয়। বিশ্ব যুদ্ধের ক্ষত তখনও শেষ হয়নি। সারা পৃথিবী জুড়ে চলছে এর হিসেব নিকেশ। এর ঠিক এক বছর ১২৬ দিন পরে পূর্ব বাংলার ফরিদপুর জেলার তৎকালীন গোপালগঞ্জ (বর্তমানে জেলা) মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে দেওয়ানি আদালতের সেরেস্তাদার শেখ লুৎফর রহমান ও সায়েরা খাতুনের ঘর আলোকিত করে জন্ম হলো এক শিশুর। ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ(৩ চৈত্র ১৩২৭বাংলা) জন্ম হলো শেখ মুজিবের। শেখ লুৎফর রহমান এলাকার সম্ভান্ত্র পরিবারের মানুষ। লুৎফর রহমান ও সাহেরা খাতুন দম্পত্তির চার কন্যা ও দুই পুত্রের মধ্যে তৃতীয় সন্তান হলো শেখ মুজিবর রহমান, মা-বাবা আদরের খোকা। সাত বছর বয়সে স্থানীয় গিমাডাঙ্গা প্রাইমারি স্কুলে পড়াশোনা শুরু হলো খোকার। দুই বছর পর নয় বছর বয়সে গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হলো খোকা। ১৪ বছর বয়সে ১৯৩৪ সালে বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হলে তার হার্ট দুর্বল হয়ে পড়ে। কলিকাতার তৎকালীন স্বনামধন্য ডাক্তার শিবপদ ভট্টাচার্য এবং এ কে রায়ের কাছে তিনি দুই বছর চিকিৎসা নেন। এরপর ১৯৩৬ সালে চোখের অসুখের জন্য কলিকাতার ডাক্তার টি কে আহমেদকে দেখান। পরে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তাঁর চোখের অপারেশন হয়। এসময়ে শেখ মুজিবের শিক্ষা জীবনের সাময়িক ছেদ পড়ে। এরপর ১৯৩৭ সালে গোপালগঞ্জ মাথুরানাথ ইনস্টিটিউট মিশন স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন কিশোর মুজিব। ১৯৩৮ সালে মাত্র ১৮ বছর বয়সে পারিবারিক আয়োজনে দূর সম্পর্কের আত্নীয় বেগম ফজিলাতুন্নেছাকে বিবাহ করেন। এ বছরই হিন্দু মুসলমান কোন্দলে হত্যা চেষ্টার মিথ্যা মামলায় তাঁকে গ্রেফতার হয়ে প্রথম বারের মতো জেলে যেতে হয়।

১৯৩৯ সালের ১৬ জানুয়ারি অবিভক্ত বাংলার মূখ্যমন্ত্রী শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জ মিশনারী স্কুল পরিদর্শনে এলে কিশোর মুজিব ছাত্রদের পক্ষ থেকে স্কুলের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবি তুলে ধরেন। ১৯৪০ সালে শেখ মুজিব নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনে যোগদেন এবং এক বছরের জন্য বেঙ্গল মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের কাউন্সিল নির্বাচিত হন। তাঁকে গোপালগঞ্জ মুসলিম ডিফেন্স কমিটির সেক্রেটারি নিযুক্ত করা হয়। ১৯৪২ সালে অসুস্থতার কারণে একটু বেশি বয়সে এন্ট্রাস পাশ করে ঐ বছরই কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে মানবিক বিভাগে ভর্তি হন। বেকার হোস্টেলের ২৪ নম্বর কক্ষে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়। এ বছরই পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন এবং ১৯৪৩ সালে মুসলিম লীগের কাউন্সিল নির্বাচিত হন। ১৯৪৬ সালে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এ সময় তিনি পাকিস্তানের রাষ্ট্রের দাবি নিয়ে বেশির ভাগ সময় কাটান। এ বছরই তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সহকারী নিযুক্ত হন। ১৯৪৭ সালে কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাসে ব্যাচেলর ডিগ্রি লাভ করেন। দেশ বিভাগের পর তিনি কলিকাতা থেকে ঢাকায় চলে আসেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি তিনি মুসলিম ছাত্র লীগ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ফরিদপুরের কর্ডন প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য গ্রেফতার হন। ১৯৪৯ সালের ২১ জানুয়ারি জেল থেকে ছাড়া পান।ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অযৌক্তিকভাবে জরিমানা করলে তিনি তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন।ফলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে বহিষ্কার করে এবং ২০ এপ্রিল উপাচার্যের বাস ভবনের সামনে অবস্থান ধর্মঘট করার সময় তাঁকে পুলিশ গ্রেফতার করে। ২৩ জুন আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হলে জেলে থাকা অবস্থায় তিনি দলের যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং ২৭ জুলাই জেল থেকে মুক্তি পান। ১৯৫০ সালের ১ জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের আগমন উপলক্ষ্যে আওয়ামী মুসলিম লীগের ভুখা মিশিলে নেতৃত্ব দেওয়ার কারণে তিনি গ্রেফতার হন এবং প্রায় আড়াই বছর জেল খাটেন। ১৯৫১ সালে জেলে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এসময়ে তিনি হৃদয় রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার শামসুদ্দিন ও চক্ষু বিশেষজ্ঞ ক্যাপ্টেন লস্করের অধীনে চিকিৎসা নেন।১৯৫২ ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি জেলে থেকে নেতৃত্ব দেন। ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে একটানা অনশনে যান এবং খুব অসুস্থ হয়ে পড়লে সরকার বাধ্য হয়ে ২৭ ফেব্রুয়ারি তাঁকে মুক্তি দেয়। ৫৩ সালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিলে তিনি দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২৩৭ টি আসনের মধ্যে ২২৩ টি জয়লাভ করে। যুক্তফ্রন্টের অন্যতম নেতা হিসেবে তিনি গোপালগঞ্জ আসনে মুসলিম লীগের তৎকালীন প্রভাবশালী নেতা ওয়াহিদুজ্জামানকে তের হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে নির্বাচিত হন। ১৫ মে প্রাদেশিক সরকারের কৃষি ও বন মন্ত্রীর দায়িত্ব পান। ২৯ মে যুক্তফ্রন্টে মন্ত্রীসভা বাতিল করে এবং ৩০ মে করাচি থেকে ঢাকা ফেরার পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। একই বছর ২৩ ডিসেম্বর তিনি মুক্তি পান। ১৯৫৫ সালের ৫ জুন তিনি গণ-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ৫৬ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর তিনি কোয়ালিশন সরকারের শিল্প , বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন এবং ভিলেজ এইড দপ্তরের মন্ত্রী হন। ১৯৫৭ সালের ৩০ মে আওয়ামী লীগকে সুসংগঠিত করতে মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন। ৬৫ সালে তিনি রাষ্ট্রদ্রোহী মামলায় এক বছরের দন্ডপ্রাপ্ত হন। পরবর্তীতে হাইকোর্টের নির্দেশে মুক্তি পান। ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধীদল সমূহের জাতীয় সম্মেলনে তিনি ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি উপস্থাপন করেন এবং ১ মার্চ আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। দেশব্যাপী ৬ দফার পক্ষে তিনিসহ

আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব ব্যাপক প্রচার প্রচারনা চালান। সরকার এসব প্রচার প্রচারনা পরিকল্পিতভাবে বাধা সৃষ্টি করে। ১৯৬৬ সালের প্রথম তিন মাসে শেখ মুজিবকে ৮ বার গ্রেফতার করা হয়। ১৯৬৮ সালের ৩ জানুয়ারি শেখ মুজিবকে প্রধান আসামি করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়। ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি গণ-অভ্যুত্থানের কারণে সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে সকল আসামিদের মুক্তি দেয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে শেখ মুজিবকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ঐ অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের পক্ষে তৎকালীন ডাকসুর ভিপি তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিব কে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করেন। পাকিস্তানের প্রথম দশ বছর অর্থাৎ ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত নানারকম বিতর্ক থাকলেও রাজনীতিকরাই দেশ শাসন করেছে। পরবর্তী দশ বছর অর্থাৎ ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৮ ছিল সামরিক জান্তাদের। মানুষ সামরিক জান্তা সরকারে হাত থেকে মুক্তি চাচ্ছিল তাই ৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ৬ দফার পক্ষে জনগণের ম্যান্ডেট চান। জনরায়ে আওয়ামী লীগ বিপুল বিজয় লাভ করে। শুরু হয় পাকিস্তানিদের ক্ষমতা হস্তান্তরের তালবাহানা। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান মার্চের তিন তারিখ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডেকে হঠাৎ করে মার্চের এক তারিখ অনির্দিষ্টকালের জন্য অধিবেশন স্থগিত করেন। এতে সারা বাংলার জনগণ ক্ষোভে ফেটে পড়ে। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। এ ভাষণের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে যায় স্বাধীন বাংলাদেশের ভবিষ্যত। ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে পাকিস্তানি বাহিনীর কর্তৃক বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ।নয় মাস যুদ্ধ শেষে এক সাগর রক্ত, দু' লাখ মা বোনের ইজ্জত আর হাজারো ত্যাগের বিনিময়ে আমাদের এ মাতৃভূমি বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। ১৯৭২ এর ১০ জানুয়ারি বিজয়ীর বেশে স্বাধীন দেশে ফিরে আসেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান। কাল বিলম্ব না করে দেশ গড়ার কাজে ঝাপিয়ে পড়েন তিনি। ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে ৭৫ এর ১৫ আগস্টের সপরিবারে শহিদ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এদেশের মানুষের মুখে হাসি ফোটা বার জন্য।

বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির মূল লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক মুক্তি। বঙ্গবন্ধু এদেশকে স্বাধীন করে প্রথম লক্ষ্যটি পূরণ করে দিয়েছেন। কিন্তু দ্বিতীয় লক্ষ্যটি পূরণের দ্বারপ্রান্তে থাকা অবস্থায় ষড়যন্ত্রকারীরা তাকে হত্যা করে।ফলে তিনি এ দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি এনে দিতে পারেননি।জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সেই অর্থনৈতিক মুক্তির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ এখন আর স্বপ্ন নয় বাস্তবতা।

#

১৩.০৩.২০২২ পিআইডি ফিচার